ধূমপান বিষপান

(আব্দুল হামীদ ফাইযী)

(বিড়ি, সিগারেট, হুঁকা প্রভৃতির) ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এ কথা ধূমপায়ীরাও স্বীকার করে এবং ধূমপান-সামগ্রীর সম্প্রচারেও (প্যাকেট ইত্যাদিতে) স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত থাকে। ডাক্তারগণ এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, ধূমপান হার্ট, রক্তপ্রবাহ, বক্ষ এবং সারা দেহের জন্য ক্ষতিকর। রক্তনালী সংকীর্ণ ও বন্ধ করে ফেলে। শরীরে কফ জম্মায়। টিবি, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের সূত্রপাত হয় এই ধূমপান হতে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, ধূমপানের সাথে ফুসফুসের ক্যানসার, সিরোসিস, করান্যারি, অ্যানজাইনা, মুখগহ্বর, গলবিল, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর ক্যানসার এবং আরো অনেক রোগের গভীর সম্পর্ক আছে।

পরিসংখ্যানের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, এই ধূমপানজনিত রোগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে; যাদের বয়স ৩৪ থেকে ৬৫ বছর। ধূমপানের এই সর্বনাশী ক্ষতির হাত হতে মায়ের পেটের ভ্রূণ পর্যন্ত রক্ষা পায় না! সুতরাং যখন এ কথা প্রমাণিত যে, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তখন নিঃসন্দেহে সকলের মতে তা হারাম।

ধূমপান করা মানুষের একটি খারাপ আচরণ ও বদ অভ্যাস। দ্বীনে ইসলামে এর বৈধতার স্বীকৃতি নেই। সুস্থ বিবেকও এর স্বীকৃতি জানায় না। ধূমপানে যে স্বাস্থ্যগত, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি আছে, তা গুনে শেষ করা যায় না।

যেহেতু মানুষ নিজের দেহের মালিক নয়। তাই শরীয়তের অনুমতি ছাড়া তার দেহের কোন প্রকার অপব্যবহার করতে পারে না। আত্মহত্যা করতে পারে না এবং এমন বস্তু ব্যবহারও করতে পারে না; যা সত্বর অথবা বিলম্বে ধীরে ধীরে মরণ ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।--" *(সূরা নিসা ২৯)* "তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না" *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫)*

ধূমপানে নিরর্থক সম্পদ ও অর্থের অপচয় হয়। অথচ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না, যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই।" *(সূরা বনী ইসরাঈল ২৬-২৭)*

আল্লাহর নবী ﷺও অর্থ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আর একথা বিদিত যে, ধূমপায়ী ধূমপানের পেছনে প্রতি সপ্তাহে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করে থাকে। যার বাৎসরিক খরচ মোটা অঙ্কের হয়ে দাঁড়ায় অথচ তাতে তার কোনও লাভ হয় না। সে ধূমপানকে বহু কিছু দান করে থাকে, কিন্তু ধূমপান তাকে (ক্ষতি ছাড়া) কিছুই দেয় না।

সুতরাং এতে অযথা অর্থব্যয় প্রমাণিত হলে এদিক দিয়েও তা অবৈধ হবে। যেমন যদি কোন মানুষ নিজের সঞ্চিত অর্থনোটে আগুন ধরিয়ে অনর্থক নষ্ট করতে চায়, তবে সকলের মতে তা তার জন্য হারাম; তেমনি ধূমপানের ক্ষেত্রেও। যেহেতু তাতে কোনও উপকার নেই, উল্টে অপকার আছে। আর শরীয়তে সেই বস্তু মাত্রই ব্যবহার অবৈধ যা মানুষের ঈমান, প্রাণ, মান, জ্ঞান বা ধনের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করে।

ধূমপান সামগ্রী উপাদেয় আহার্য বা পানীয় নয়। অথচ আল্লাহ পাক তাঁর আম্বিয়া ও নেক বান্দাদেরকে উপাদেয় ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যা কুরআন মাজীদের একুশটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর।--" *(সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত)* "যে (নিরক্ষর রসূল) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু বৈধ করে এবং অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু অবৈধ করে----। *(সূরা আ'রাফ ১৫৭ আয়াত)*

আল্লাহ পাক এখানে সমস্ত খাদ্য ও পানীয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, যার কোন তৃতীয় নেই। প্রথম প্রকার খাদ্য পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় এবং দ্বিতীয় প্রকার অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও অনুপাদেয়। প্রথম শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে বৈধ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু তা যে, অপবিত্র ও নিকৃষ্ট তা কি রূপে মানা যায়?

যদি কোন সুস্থ-প্রকৃতির এবং মাঝারি মেজাজের মানুষকে সালিস মেনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিড়ি-সিগারেট পবিত্র ও উৎকৃষ্ট অথবা তার বিপরীত? তবে নিঃসন্দেহে সে উত্তর দেবে যে, তা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট। যেহেতু তার স্বাদ উগ্র এবং গন্ধও নিকৃষ্ট। ধূমপায়ীর মুখ হতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হয় তা যারা ধূমপান করে না, তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে। যে কথা ধূমপায়ী নিজের প্রিয়তমা (অধূমপায়ী) স্ত্রীর নিকট হতে অবশ্যই জেনে থাকে। পরন্তু এই ধূমপান সাধারণতঃ তারাই করে, যারা ততটা ধার্মিক এবং সচ্চরিত্রের মালিক নয়।

পায়খানা ও নোংরাস্থানে ধূমপায়ীরা (পায়খানা করতে করতেও) ধূমপান করে থাকে; কিন্তু তাদের কেউই মসজিদের ভিতর ধূমপান করে না। ইমাম সাহেব ধূমাপায়ী (?) হলেও মসজিদ ছেড়ে অন্য স্থানে ধূমপান করে থাকেন। যেহেতু যেদিন হতে ধূমপানের জন্ম সেদিন হতেই মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদা খেয়াল করে কেউ তা নষ্ট করতে দুঃসাহস করে না। অথচ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিমরা প্রয়োজনে মসজিদের ভিতর পানাহার করে থাকে; কিন্তু ধূমপান করার সাহস কেউ করে না। যা এই কথারই দলীল এবং বড় সবুত যে, ধূমপান সামগ্রী পবিত্র ও উৎকৃষ্ট নয়। বরং তা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট।

ধূমপান অহিতকর বলেই অফিস, ট্রেন, ট্রাম ও বাস ইত্যাদিতে No Smoking বা 'ধূমপান নিষিদ্ধ' বলে স্পষ্ট লেখা থাকে। অমুসলিম হয়েও রুচিশীলতার পরিচয় দিয়ে ধূমপান হতে অনেকে সাবধান থাকে; কিন্তু মুসলিম হয়েও সে রুচিশীলতার পরিচয় অনেকেই দেয় না।

বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত শেষ টুকরা কত বড় বড় কারখানা ও স্থাবর সম্পত্তি জ্বলে ভস্ম হবার কারণ হয়, তা জেনেও জ্ঞানীকে সাবধান হওয়া উচিত।

বিড়ি-সিগারেট হারাম হওয়ার জন্য এতগুলি দলীল কি জ্ঞানীর জন্য যথেষ্ট নয়?

ধূমপানে আরাম ও স্বস্তি আছে অথবা তাতে কৃতিত্ব বা উদ্ভাবনী-শক্তি আছে এ ধারণা ভুল। কারণ গবেষণা ও সমীক্ষা এর বিপরীত প্রকৃতত্বই প্রমাণ করেছে।

অনেকে বলে, এটা সন্দিগ্ধ বস্তু। এত দলীল পেশ করা সত্ত্বেও যদি তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করে, তবে তার উচিত রসূল ﷺ-এর এই উক্তি মনে রাখা, যাতে তিনি বলেন, "অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে আপতিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনেকে বলে থাকে যে, 'বিড়ি-সিগারেট পান করা মকরূহ। হারাম হলে কুরআনের কোন আয়াতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকত; যেমন রক্ত, শূকর, মৃত প্রাণী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষিত আছে।'

আপনি তাকে বলুন, 'তুমি যে ভাত-মুড়ি, আম-জাম প্রভৃতি খাও; তা হালাল না হারাম?'

সে নিশ্চয়ই বলবে, 'হালাল।'

আপনি বলুন, 'কিন্তু ভাত-মুড়ি, আম-জাম যে হালাল সে ব্যাপারে আল্লাহ তো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন নি; যেমন কতক শ্রেণীর খাদ্যকে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া কুরআন তো কোন খাদ্য-তালিকা গ্রন্থ নয়। কি কি খাওয়া হারাম ও কি কি খাওয়া হালাল স্পষ্টাকারে বলতে হলে তো কুরআনের কলেবর হয়তো ডবল হত।'

সে বলবে, 'এগুলো তো ভালো জিনিস।'

আপনি বলুন, 'আল্লাহ তো ভালো জিনিস হালাল আর মন্দ জিনিসকে হারাম করেছেন। তবে বিড়ি-সিগারেট হারাম কেন নয়?'

সে হয়তো তখন চট্ করে বলবে, 'বিড়ি-সিগারেট তো ভালো জিনিস। আমাদের নিকটে তো তা খারাপ নয়।'

তখন আপনি বলুন, 'তাহলে তোমার ৬/৭ বছরের ছেলেটাকেও ধূমপান করা শিখিয়ে দাও।'

এখন সে সুস্থ মস্তিষ্কের হলে নিশ্চয় বলবে, 'তা কি করে হয়?'

আপনি বলুন, 'তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে, তা ভালো জিনিস নয়।'

পরিশেষে দেখবেন সে চুপ থাকবে।

পক্ষান্তরে মকরূহ হলেও বিড়ি-সিগারেট সেই অর্থে মকরূহ যে অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৮নং আয়াতে শির্ক থেকে নিয়ে বিভিন্ন কবীরা গোনাহকে মকরূহ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং জ্ঞানী সতর্ক হবেন কি?

যদি আপনার ধারণা থাকে যে, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হালাল (বা মকরূহ), তাহলে অন্যান্য বৈধ খাদ্য বা পানীয়র মত তা খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়েন না কেন?

যদি আপনি মনে করেন যে, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হালাল (বা মকরূহ), তাহলে অন্যান্য বৈধ খাদ্য বা পানীয়র মত তা খাওয়ার শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়েন না কেন?

যদি আপনার ধারণা মতে বিড়ি-সিগারেট আল্লাহর দেওয়া একটি নেয়ামত হয়, তাহলে পান শেষে তা ফেলে জুতা দিয়ে দলেন কেন?

যদি বিড়ি-সিগারেট সাধারণ জিনিস হয়, তাহলে তা আপনি আপনার পিতামাতা, গুরুজন অন্যান্য মান্যগণ্য মানুষের সামনে তা খান না কেন?

যদি বিড়ি-সিগারেট হালাল জিনিস হয়, তাহলে তা আপনি মসজিদ বা অন্য কোন পবিত্র জায়গায় পান করেন না কেন?

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ভালো জিনিস বা ধূমপানে আমেজ আছে, তাহলে তা খেতে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করেন না কেন?

সত্যবাদিতার সাথে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, ধূমপান ত্যাগ করুন এবং সুনিশ্চিত হন যে, আল্লাহ আপনাকে এ কাজে সহযোগিতা করবেন।